উপহার।

বামনডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী

শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের

শ্রীচরণে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই পুস্তক খানি

আন্তরিক ভক্তি সহকারে

উপহার প্রদত্ত হইল।

ডিস্মিশ্।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

প্রমদা শয্যাপরি অর্দ্ধশায়িত, কৃষ্ণবাবু
নিকটে চেয়ারে উপবিষ্ট।

কৃষ্ণ। তুমি যে দেখ্‌ছি ক্রমে ক্রমে মাথায় চড়ে বস্‌লে মতলবটা কি বল দেখি?

প্রম। (ঈষৎ হাস্যে গীত) "প্রাণ কি চায়রে কে জানে—

কৃষ্ণ। গান ধল্লে যে!

প্রম। "পোড়া মন টেঁকেনা এখানে।
প্রাণ কি চায়রে কে জানে॥

কৃষ্ণ। সর্ব্বনাশ! তুই না গেরস্তর বৌ, তোর জ্বালায় যাব কোথা?

প্রম। "হায় রে যদি চকোর হতেম, উধাও হয়ে উড়ে যেতেম, সাধ মিটায়ে সুধা খেতেম, চেয়ে রতেম চাঁদের পানে, প্রাণ কি চায়রে কে জানে।"

কৃষ্ণ। ওরে থাম্, আমি গলায় দড়ি দেব নাকি?

প্রম। ছিঃ! তুমি বেয়াড়া বেতালা।

কৃষ্ণ। বের সময় বাপ্‌কে বল্‌তে পারনি একটা তেলো ভাতার এনে দিত।

প্রম। ঝক্‌মারি করা হয়েছিল।

কৃষ্ণ। ওরে আমি যে তোর স্বামী—গুরুলোক।

প্রম। (বসিয়া) তাও তো বটে! গুরঠাকুর প্রণাম হই।

কৃষ্ণ। কি, আমারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া! ঢের হয়েছে, আর সহ্য করা যায় না, আমি আজ থেকে নিজমূর্ত্তি ধর্‌বো।

প্রম। সেটা কি রকম?

কৃষ্ণ। দেখ্‌তে পাবে।

প্রম। মাইরি, দেখাওনা—ছিঃ ভাই, যাহোক তোমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে, তুমি স্বামী—গুরুলোক, আর আমায় এদ্দিন জালমূর্ত্তি দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ?

কৃষ্ণ। বার বার ঠাট্টা ভাল লাগেনা বল্‌ছি।

প্রম। তবে নিজমূর্ত্তি দেখাও।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি গোটাকতক কথা বলি, ঠাণ্ডা হয়ে শোন দেখি।

প্রম। বাপরে! আমায় ডাক্তারে বলেছে গরমে থাক্‌তে, ঠাণ্ডা হতে আমি পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা আচ্ছা! গরম হয়েই শোন।

প্রম। ফ্লানেলের জামাটা ওঘরে আছে তবে এনে দাও।

কৃষ্ণ। দেখ, তোমার হাতে ধরে বল্‌ছি, আমার গোটাকতক কথা রাখ—রাখবে?

প্রম। কি?

কৃষ্ণ। ঐ রীতগুলো ছেড়ে দাও, নইলে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না।

প্রম। কি রীতগুলো?

কৃষ্ণ। এই সেজেগুজে পাড়া বেড়ান, টপ্পা গাওয়া, যার তার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা—

প্রম। আচ্ছা, আজ থেকে আটপৌরে কাপড় পরে বেড়াতে যাব—বাচা বাচা লোক দেখে হাসি ঠাট্টা কর্‌বো—আর টপ্পা ভাল না লাগে, খেয়াল গাইব।

কৃষ্ণ। তোমায় দেখ্‌ছি পাল্লেম না।

প্রম। আজ বুঝ্‌লে ?

কৃষ্ণ। বুঝেছি অনেক দিন !

প্রম। তবে যেতে দাওনা আপনা আপনি।

কৃষ্ণ। হা ভগবান !

প্রম। ভাল, পাড়াপড়শীর বাড়ী এক আধবার বেড়াতে গেলে দোষ কি, তুমি যাওনা ?

কৃষ্ণ। আমি আর তুমি !

প্রম। হাঁ-আ-আ-আ—তফাৎ আসমান্‌ জমী !

কৃষ্ণ। (স্বগত) এমন বে আর কারোর অদৃষ্টে হয়নি, কোন দেশে চলে যাই—তাই বা বাপ পিতামহের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাই—(প্রকাশ্যে) দেখ, আমি মাসে মাসে তোমায় পঁচিশ টাকা খরচ দেব, তোমার বাপের বাড়ী গিয়ে থাক, সেথা যা ইচ্ছে তাই করো, আমি জ্বালাতন হয়েছি।

প্রম। কিন্তু আমি বেশ আছি, সুতরাং আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।

কৃষ্ণ। আমি জোর কোরে পাঠিয়ে দেবো।

প্রম। আমি জোর কোরে থাক্‌বো।

কৃষ্ণ। গলা টিপি দে দূর করে দেব;

প্রম। গলা জড়িয়ে থাক্‌বো।

কৃষ্ণ। একি পাগল নাকি! তোরে নে কর্ব্বো কি?

প্রম। আর কোন বিশেষ কাযে না লাগে, ঘর সাজিয়ে রেখে দিও, ছবিখানি কি মন্দ?

কৃষ্ণ। ঐতো কুয়ের গোড়া!

প্রম। এখন আর কোন কি কায আছে—না বসে বসে আমায় বাক্যযন্ত্রণা দেবে?

কৃষ্ণ। এখন বুঝি আমার কথা যন্ত্রণা দাঁড়িয়েছে—এক দিন না বড় মিষ্ট লাগ্‌তো?

প্রম। অধিক মিষ্ট খাইলে পীড়া হয়।

কৃষ্ণ। আচ্ছা যাচ্ছি, দেখি তোমার বাপের কাছে পীড়ার ওষুধ হয় কি না?

প্রম। বাবা আমার বদ্দি নন।

কৃষ্ণ। বদ্দিগিরী শিখিয়ে নেব।

[প্রস্থান।

প্রম। পাগল! আর নেহাৎ দোষই বা দেব কি, আমারও অন্যায় আছে, তা আমি কি কর্‌ব, কথার জবাব না দিয়ে আমি থাক্তে পারিনা; তা বেশ, স্বামীর সঙ্গেও একটু রসিকতা করবো না—ওঁর মুখ পানে চেয়ে চুপ করে বসে থাকো, তা হলেই উনি বেশ থাকেন; তা আমি পারবো না, মজার কথা মুখে এলেই আমার বেরিয়ে পড়্‌বে, অন্যায় অসঙ্গত না বল্লেই হলো—আর ঐরকম ঠাট্টায় ঠাট্টায় চড়ে ওঠে, আবার একটু তরল চাইলেই গলে যায়, আমার বেশ লাগে। গান গাইলে চটে যায়, যায় যাক্‌, আমি বেশ জানি, ঐ গানে, সরস কথায়, আর সাজ গোজের

জোরেই, আমার ধন আমার একলার আছে ; নইলে গামছা পরা গোবর নেদি দেওয়া, তামাক পোড়াখাগি ঠুঁটোর বাঁদরটি হয়ে থাকলে হয়েছিল আর কি ! এদ্দিন কোন্‌ আবাগী আমার বরগা-গণার বন্দোবস্ত করে দিত। শুনেছি সতীন আমার লজ্জায় ঘরে শুতে যেতেন না, তেম্নি নিজে জ্বলে পুড়ে খাক্‌ হয়ে গিয়েছেন, আর স্বামীকেও একটি জানোয়ার বানিয়ে গিয়েছিলেন; বাবারে ! সে কথা মনে হলে, আমার আজও গা কেঁপে উঠে ! ফুলশয্যা হলো ঝিয়ের সঙ্গে—প্রথম ঘরবসত্‌ কর্‌তে এসে দেড় মাস রইলুম, বাবু ঘরে শুলেন তিনদিন—খাটের তলায় বসিতে মুখ গুঁজড়ে—এখন গাইলে ওঁর নিন্দা হয় ! একদিন নেশার চট্‌কা ভঙ্গে না উঠে, "জাদু গাও, পিয়া পিয়া গাও"—আমি বুঝলেম এই বিয়ের এই মন্তর, রসো বাপের বাড়ী থেকে ফিরে আসি—চারমাস বাদে জাদু ফিরে এলেন, জাদু গাইলেন, জাদুও ক্রমে জাদু হলেন—

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। বৌমা !

প্রম। তুই এলি বাছা ! বাঁচলুম, আমি আবার তোকে চিঠি পাঠাব মনে কচ্ছিলেম।

ঝি। (সহাস্যে) ওমা ! সেকি গো ! চিঠি কিসের ? আমি দেশের কুড় রাজ্যির কুড় গেছলুম নাকি ?

প্রম। না, ডুলে পাড়ায় ; তবুত কিছু না হোক্‌ আধ পোয়া পথ হবে, গেছিস্‌ এক ঘণ্টার উপর, উদ্দেশটী নাই, মর ছাই একটা লোকও কি পাঠাতে নেই ?

ডিস্‌মিশ্‌।

ঝি। ওঃ! একটু দেরি হয়েছে তাই ঠাট্টা কর্‌ছ। তুমি আমায় বকোটকো বাপু, সে ভাল, অমন হেসে হেসে ঠাট্টা বড় বাজে।

প্রম। ছিঃ! তুমি আমার "ফুলশয্যার" শেজের সাথী, তোমায় কি আমি বক্‌তে পারি!

ঝি। মেয়েকে ওকি কথা গা?

প্রম। ঝি, পাল্কী ডাক্‌!

ঝি। কেন গা?

প্রম। বাপের বাড়ী যাব।

ঝি। ই-ই-ইস!

প্রম। যে বাড়ীর ঝি থেকে বাবু পর্য্যন্ত সব ব্রহ্মজ্ঞান, সে বাড়ীতে থাক্‌লে আমার জাত যাবে।

ঝি। বাবু কি করেছেন, কখন এয়েছিলেন?

প্রম। এই ত গেলেন।

ঝি। তা কি হচ্ছিল?

প্রম। দাঙ্গা!

ঝি। সে কি, মার ধোর! মেরেছেন নাকি?

প্রম। বড্ডো!

ঝি। বাবুত এমন ছিলেন না!

প্রম। আমার আমলে হয়েছেন—তুই জানিসনে? অনেক দিন থেকেইত মারেন।

ঝি। তাই ত গা, আহাহা! আজ্‌ কোন্‌ খান্‌টায় মেরেছেন?

প্রম। বরাবর যেখানে—**হৃদয়ে!**

ঝি। আহা! তাই ত তাই ত, ফুলে উঠেছে গা! তা তুমি চুপটী করে রইলে?

প্রম। তেম্নি মেয়ে কিনা আমি! খুব দশকথা শুনিয়ে দিলেম।

ঝি। বেশ্ করেছ। কি বল্লে?

প্রম। বল্লুম "প্রিয়তম! দাসী তোমার আমি, যদ্দিন না তোমার কোলে গঙ্গাজলে যাই, তদ্দিন আমায় মারো, মার যে দিন বন্ধ কর্‌বে, আমি হাসিকে ফাঁশী দেব, গান বানের জলে ভাসিয়ে দেব, পাড়া বেড়ান ছেড়ে দেব, মার বন্ধ করলে আমি দোর বন্ধ করে কাঁদ্‌ব, নয় গলায় দড়ি দেব—লাকলাইনই হোক, নারকোল কাতাই হোক্"।

ঝি। ওঃ ঠাট্টা!

প্রম। তোর বাবু যে কাট্‌খোট্টা, ঠাট্টার কি ধার ধারে!

ঝি। তা বাবু আমার বরাবরই মেয়ে মুখো।

প্রম। হাঁ! দিব্বি মেয়ে মুখো, গোঁপ্ জোড়াটিত হুবহু মেজঠাকুরঝির মত!

ঝি। নেও মেনে, এখন তোমার ঠাট্টা রাখ, যে কাযে পাঠিয়ে ছিলে, তার খবর শোন।

প্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বল্ বল্; দুলে বৌর ছেলেটি আজ কেমন আছে?

ঝি। আজ আর জ্বর আসেনি; বেদানা পেয়ে ছেলেটার যে আহ্লাদ—বৌছুঁড়িত টাকা পাঁচটা হাতে পেয়েই কেঁদে ফেল্লে, আমায় বল্লে "মাসী, তোমাদের বৌমা মানুষ নয়, দেবতা—,

প্রম। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা—

ঝি। ওমা! কেন গা?

প্রম। রাস্তা বেড়ান কাপড়ে ঠাকুর ঘরে এইছিস্!

ঝি। তাই ভাল! দেবতা বলেছি তাই তামসা হলো; তা দেবতাইত, শুধু দেবতা, সাক্ষেৎ অন্নপুন্নো! আমি আজ সব শুনেছি, তাইত দেরি হলো; তুমি নাকি গয়লাগিন্নির ব্যামো হতে আট দিন উপ্‌রো উপ্‌রি তাদের রেঁধে দিয়ে এয়েছ, শুন্‌লেম তার আগে দুদিন বুড়ো মিন্‌সে আর ছেলেগুলো চাল ভাজা খেয়েছিল——

প্রম। তুই দেখ্‌তে গেছলি, আমি কি আগুণতাতে যেতে পারি?

ঝি। আর আমার কাছে ছাপ্‌বার যো নেই; আমি সব টের পেয়েছি, এর নাম তোমার তাস খেল্‌তে যাওয়া, গান শিখ্‌তে যাওয়া? তুমি কিনা এর ভাত রেঁধে, ওর কাঁথা সেলাই করে, ওর মেয়ের চুল বেঁধে, ছোট লোকের ছেলে পড়িয়ে বেড়াও? তোমার দৌরাত্যিতে দুলে পাড়ায় কান পাতা যায় না, ছব্‌ড়ি ছগণ্ডা ছেলে জুটে "তিন কড়ায় চার গণ্ডা" করে দিবেরাত্তির ডাক্‌ পাড়্‌ছে; ওমা! আমি বলি বৌমা অষ্টপের্‌হর সেজেগুজে আতর গোলাপ লেবেদার মেখে বেড়ায়, একি কাজ কর্ত্তে পারে? না—তা নয়, তোমার পেটে এত! তুমি উলুর চালের ছেঁচ ঝাঁট দাও—তুমি—

প্রম। ঝি, ঝি, ঝি, আমার মাথা খাস্‌, এ সব কথা কাকেও বলিস্‌নি, বাবুকে বলিস্‌নি, আমার দিব্যি।

ঝি। না, দিব্যি দিওনা, বাবুকে আমি বল্‌বো, তুমি এম্নি করে বেড়াও বলে তিনি কত দুঃখ করেন, হয় ত কি মনে করেন—এসব কথা শুন্‌লে খুব খুসি হবেন।

প্রম। নারে না, তুই বুঝিসনি, আমি লুকিয়ে গরিব দুঃখীকে টাকা দিই শুন্‌লে তিনি চটে যাবেন, জানিস্‌নে

কেমন দৃষ্টি কৃপণ—আর ভাল কায করে কি বল্‌তে আছে, তা হলে যে সব বৃথায় যায়—

ঝি। তা সোয়ামীর-কাছে—

প্রম। কারুর কাছে না—আমি যা করি, কায হয় কার? তাঁরই—টাকা কি আমার? তিনিত হাত তুলে এক পয়সা দেবেন না!

ঝি। আর গতোর? গতোরের কন্নাটা কচ্চে কে?

প্রম। আমার গতোরও এখন যে তাঁর, বেরদিন থেকে মেগের গতোর ভাতারের হয়।

ঝি। কে জানে মা! আমাদের দুঃখী লোকের কিন্তু মেয়ে মদ্দে, যে যার নিজের গতোরে খাটে।

প্রম। তা বেশ্‌ করিস্, এখন রান্না ঘরে যা, আমি একবার মনেরকথার সঙ্গে দুটো রসিকতা করে আসি।

ঝি। (হাসিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, বাগ্দিদের উটোন ঝাঁট্‌ দিয়ে এস।

প্রম। দুর্‌ পোড়া কপালী!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

কৃষ্ণবাবুর প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মুখের সাম্‌নে না যেতে হয়, এম্নি তফাৎ তফাৎ থাকি, তা হলে খুব রাগ্‌তে পারি, রীতিমত ধম্‌কাতে—শাসন কর্‌তে পারি—কিন্তু মুখ দেখ্‌লেই আর কথা সরেনা, কি যে ঐ মুখ খানিতে আছে, কেমন ভাবে যে একটু চায়, আমার মুণ্ডু ঘুরে যায়, ঐ চাউনিতেই গয়া গঙ্গা বারাণশী দেখ্‌তে থাকি। কিন্তু তা বলে আর চল্‌ছেনা, শেষ কি আমি সত্য সত্য ভেড়া হয়ে যাব! আর যে আমার ক্রমে সন্দেহ হচ্চে, এই বয়েস, অমন রসিক ও বাইরে যায় কি কর্ত্তে? জিজ্ঞাসা কল্লে হেসে উড়িয়ে দেয়; কি করি, কাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি—বন্ধু বান্ধবকে বল্‌তে গেলে তারা আমাকেই দোষে, বলে কেন, আমরা ত গোড়ায় বলেছিলুম যে অত স্ত্রীর বশ হ'য়োনা, আখেরে পস্তাবে—এই যে তর্কলঙ্কার মহাশয় আস্‌ছেন, উনিত একজন বিজ্ঞ বহুদর্শী লোক, ওঁকে একটা এর ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি—

(তর্কলঙ্কারের প্রবেশ)

প্রণাম তর্কলঙ্কার মহাশয়!

তর্ক। কল্যাণ মস্তু।

কৃষ্ণ। একটা কথা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করব—

তর্ক। ভারি ব্যস্ত—সময় নাই।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে একটা ব্যবস্থা—

তর্ক। ব্যবস্থা! অধ্যাপকের নিকট ব্যবস্থা নিতে হ'লে জান ত—

কৃষ্ণ। টাকা দিতে হয়—এই নিন! (দুই টাকা প্রদান)

তর্ক। (টাকা লইয়া) কি আমায় টাকা দেওয়া—নবদ্বীপের নিধিরাম স্মৃতিরত্নের ছাত্র আমি—বিক্রমপুরের সর্ব্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র, আমায় টাকা দেওয়া, আমায় অর্থপিশাচ মনে করা—আমায়——

কৃষ্ণ। আজ্ঞে ক্ষুব্ধ হবেন না, আপনি হচ্চেন পূজনীয় ব্যক্তি——

তর্ক। তা হলেমই বা; এখন শীঘ্র বল তোমার কি প্রয়োজন?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে আমার পরিবার সম্পর্কে একটা কথা—

তর্ক। তুমি বাপু বড় বেশী কথা কও; আমার অত সময় নাই, শীঘ্র শীঘ্র বল।

কৃষ্ণ। তাই ত নিবেদন কচ্ছিলাম, যে আমার——

তর্ক। আবার যে কথার শ্রাদ্ধ আরম্ভ কল্লে! একটা সামান্য বিষয় দু কথায় বুঝিয়ে দিতে পার না? কথা অনেক কওয়া একটি বিষম দোষ; শাস্ত্রে বলেছে—যে—যে—যে—এই—এই—এই "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ" একটি সত্য কথা একটি প্রিয় কথা, বস্ দুটির বেশী কথা কইবে না।

কৃষ্ণ। একটু স্থির হ'য়ে শুনুন——

তর্ক। তুমিত বড় অর্ব্বাচীন! ক্রমাগত অসঙ্গত প্রলাপ বকচ্ছ, আর আমাকে স্থির হ'তে বল! তবে আমি অস্থির

আমি চঞ্চল, আমি বালক, তবে বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, হিতাহিত জ্ঞান বিহীন; যাও, তোমার মুখ দেখ্‌তে নাই; দু কথায় বল্‌তে পার বল, অধিক বাক্যাড়ম্বর কল্লে, আমি এখনি স্বস্থানে প্রস্থান করব।

কৃষ্ণ। আমার স্ত্রী——

তর্ক। আবার বাক্যের স্রোত আরম্ভ কল্লে? "আমার স্ত্রী" কি? এ সংসারে আমার কে! "আমার" এত বড় আত্মম্ভরী শব্দ তুমি ব্যবহার কর? এইরূপ প্রলাপ বাক্যালাপ করে আমার সময় নষ্ট করে মদীয় কলাপ পাঠের ব্যাঘাত কচ্চো?

কৃষ্ণ। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কল্লেই সমস্ত শুন্‌তে পাবেন, আমি যে দ্বিতীয় পক্ষে সংসার করেছি——

তর্ক। তুমি যে আমাকে ঘনীভূত ক'রে তুল্লে, বড় বাচাল ত তুমি, এত বেশী কথা কওয়া তোমার স্বভাব হলো কেমন করে? দিন কয়েক আমার উপদেশ অবলম্বন কর, তোমার এই বিষম পৈশাচিক ব্যাধি হতে মুক্ত হবে; আমার জ্যেষ্টম পুত্রের মধ্যম পুত্র—অর্থাৎ আমার মেজোছেলে, ব্যাকরণে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি—ঐরূপ বাক্যব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, একটা মুষ্টিযোগ দেওয়া মাত্রেণ বাক্‌রোধ ভবেৎ, একেবারে বোবা!

কৃষ্ণ। এ বামুন ত বড় জ্বালাতন কল্লে—আপনার কথা সাত কাহন ক'বে, আর আমায় মুখ থাবা দিয়ে রাখ্‌বে, থামকা দুটো টাকা গেল, আসল কথা হ'লো না।

তর্ক। কিহে বাবু দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কি কথা কইতে পারনা—কি হয়েছে বলনা, তোমার স্ত্রীর কি হয়েছে?

কৃষ্ণ। দ্বিতীয় পক্ষের সংসারে যা হ'য়ে থাকে, একেবারে বাবু! আর আমার সম্পূর্ণরূপে অ——

তর্ক। এই বুঝি তোমার অল্প কথা কওয়া? তোমার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তোমার, সেত ভালই কথা, স্ত্রী আবার কার অসম্পূর্ণ থাকে? তবে যতদিন না বয়োঃপ্রাপ্ত হয়, সে অন্য কথা, কত বয়েস হবে তোমার সহধর্ম্মিনীর?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে ঠিক কথা বল্‌তে পারিনা, বোধ হয়—আন্দাজ—

তর্ক। বোধ হয়—আন্দাজ—দুই সহস্র কথা কয়ে ফেল্লে, এ সরল উত্তর আর তোমার কাছে পাওয়া গেল না, এখন বল শীঘ্র শীঘ্র, কি জিগ্যেস করেছিলেম; মনে করে দাওনা, তোমার কি কিছু মাত্র স্মরণ-শক্তি নাই, আমরা বাল্যাবস্থায় একটিবার যা শুনেছি, আজও তা স্মৃতিপথে কণ্ঠস্থ রয়েছে, আর এই মাত্র আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, এ আর তোমার স্মরণ নাই, ছিঃ, ছিঃ ছিঃ—

কৃষ্ণ। আজ্ঞে আমার পরিবারের বয়েসের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বোধ হয় আঠার উনিশ বৎসর হবে।

তর্ক। আ—ঠা—র—উ—নি—শ—বিস্তর বয়েস, এ বয়েসে আর কিছু হয়না—"প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ," এখন তার সঙ্গে মিত্রের ব্যবহার করো, কদাচিৎ শত্রু ভেবনা "পিতা শত্রু মাতা বৈরী" স্ত্রী নয়, শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌বে, আর একটী কথা, শয়ন এক সঙ্গে করো,' স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না কর্‌লে মিত্রতা বর্দ্ধিত হয় না—এখন আমি চল্লেম—তুমি বিস্তর বাক্যব্যয় ক'রে আমার অনেক সময় নষ্ট করেছ—পাষণ্ড বেল্লিক! [প্রস্থান।

কৃষ্ণ। গালে চড় মেরে দুটো টাকা নে গেল—আর যাইচ্ছে তাই কতকগুলো গালাগালি দিয়ে গেল; পরামর্শ ত খুব পেলেম, এমন আপদেও পড়েছি—কি করি এখন? প্রমদার মনটা কিন্তু সরল, আমাকেও যত্ন করে খুব, ঐ যেথায় সেথায় যাওয়াটা ছেড়ে দেয় ত আমি আর ওর সব আব্‌দার সইতে পারি—এই না আমার শ্বশুর এদিকে আস্‌ছেন, ভালই হয়েছে ওঁকেই সব কথা খুলে বলি——

(শ্বশুরের প্রবেশ)

প্রণাম—আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো ভালই হ'লো—আমি আরও আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

শ্বশু। কেন! কেন! কোন প্রয়োজন আছে নাকি?

কৃষ্ণ। আজ্ঞা না,—অনেক দিন দেখা হয়নি তাই—

শ্বশু। বেশ ত, বেশ ত বাবা! তোমার বাড়ী, তোমার ঘর যাবে বৈকি; আমার এখন তেমন সময় নয় তাই, তা না হ'লে হামেসা তোমাদের নিয়ে আদর অপেক্ষা কর্‌তে হয়।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে একটু প্রয়োজনও ছিল;—তা থাক্‌ এখন, অন্য সময়——

শ্বশু। কেন! কেন! বলনা—আমার এখন কোন তাড়াতাড়ি নাই—বল।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে এমন কিছু নয়, একটু পরামর্শ—

শ্বশু। কি? বল, জিজ্ঞাসা কর—আমি ত কেষ্টবাবু, তোমার পর নই বাবা।

কৃষ্ণ। না তা নয়; আপনার—কন্যার, এই আমার পরিবারের—তাই বলছিলাম—প্রমদা সম্বন্ধে একটা কথা —

শ্বশু। কেন! কেন! কি হয়েছে, প্রমদার কি হয়েছে, কোন অসুখ তো নয়?

কৃষ্ণ। না তা কিছু নয়, এদানি তার আচরণটা কেমন—

শ্বশু। সেকি! সেকি! প্রমদা ত তেমন মেয়ে নয়, একটু চঞ্চল বটে, তা আর একটু বয়েস হলেই সেরে যাবে—আর ত সব ভাল; সংসারে কি কোন কাজ কর্ম্ম করে না?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সংসারে তারে কিছুই খাট্‌তে হয় না, বামুনে রাঁধে, চাকর দাসী যথেষ্ট আছে, তবে—

শ্বশু। সেকি তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ঝাঁটি করে না কি?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, ঝগ্‌ড়া—ঝগ্‌ড়া, তাইবা কেমন করে বলি—তা আমায় যথেষ্ট যত্ন করে—

(একজন মাতালের প্রবেশ)

মাতা। এই—মহিন্—মনে! দাঁড়িয়ে যাওনা বাবা! খুব লোক যা হোক্, আচ্ছা নেভার মাইণ্ড—মহিন্ কোন্ দিকে গেল দেখেছ বাবা?

কৃষ্ণ। না—আমাদের একটু কথা হচ্চে, ওদিকে যাও।

মাতা। কোম্পানির রাস্তা।

কৃষ্ণ। তুমি যাবে না?

মাতা। আপাতত নয়।

শ্বশু। থাক্; থাক্ চল বাবা আমরাই এগিয়ে দাঁড়াই—হ্যাঁ তার পর কি বল্‌ছিলে?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে কি বল্‌ব—দোষও বটে—আবার ঠিক দোষও—এই চঞ্চলতাটা—

শ্বশু। একটু বেড়েছে—তা—

(বরফওয়ালার প্রবেশ)

বর। পানি পিনেকা বরফ (শ্বশুর জামায়ের কথা শুনিতে দণ্ডায়মান)

কৃষ্ণ। ক্যা দেখ্‌তা হ্যায় ?

বর। কুচ্‌ নেই।

কৃষ্ণ। তব্‌ খাড়া কাহে ?

বর। এইসাই—কুচ্‌ মানা হ্যায় ?

শ্বশু। ছোট লোকের সঙ্গে কথায় কাজ নেই যেতে দাও, চল এগিয়ে দাঁড়াই।

বর। মু সামাল্‌কে বাৎ কহো বুড্‌ঢা।

শ্বশু। কি গেরো !

(একজন ছোক্‌রার প্রবেশ)

ছোক্‌। "গুপ্তকন্যার গুপ্তকথা" এক পয়সা—এক পয়সা বড় মজার বই—"গুপ্তকন্যার গুপ্তকথা"—এখানে কি হয়েছে বাবু ?

কৃষ্ণ। আমার মাথা ! আমি সং সেজেছি তাই এরাঁ দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছেন—তুমিও না হয় যোগ দাও।

ছোক্‌। পাগ্‌লা রে !

কৃষ্ণ। চুপ্‌।

ছোক্‌। ও বাবা ! এ দুষ্টু পাগল, একেও রাস্তায় ছেড়ে দেয়।

শশু। চল বাবা এগিয়ে যাই—যেতে যেতে শুন্‌বো এখন।

কৃষ্ণ। তাই চলুন—(অগ্রসর হওন) চঞ্চলতাটা কি রকম জানেন——

ছোক্‌। ছেঁচলা তলাটা কি রকম জানেন!

কৃষ্ণ। চুপ্‌।

ছোক্‌। হুপ্‌।

বর। বরফ্‌।

মাতা। এই বরফওলা, কাল সন্ধ্যা বেলা আমার ওখানে যাস্‌, জানিস্‌তো হরির বাড়ী——

(একজন ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষু। (কৃষ্ণ-প্রতি) বাবু কিছু যাচঞা করি।

কৃষ্ণ। এখন কিছু হবে না।

ভিক্ষু। দেখুন, আমি Gentleman, চাক্‌রি বাক্‌রি না থাকায় circumstanceটা অতি bad হয়ে পড়েছে তাই something——

কৃষ্ণ। নেসা টেসা করো বুঝি?

ছোক্‌। ওহে ও পাগল—বড় কাছে যেও না কাম্‌ড়াবে।

কৃষ্ণ। দেখ্‌ ছোঁড়া——

ছোক্‌। (ব্যঙ্গ) দেখ্‌ ছোঁড়া।

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পাহা। ক্যা হুয়া, এত্বা ভিড়্‌ কাহে? চলাযাও সব (ক্রমে নানারূপ লোকের জনতা)

ছোক। পাহারাওলা সাহেব, ঐ একজন পাগল বেরিয়েছে, সবাইকে কাম্‌ড়াতে যাচ্চে।

কৃষ্ণ। ছোঁড়া ত ভারি ডেঁপো—নেই পাহারাওয়ালা কুছ্‌ নেহি হুয়া, তোম্‌ আপ্‌না কাম্‌মে যাও।

পাহা। হামারা কাম্‌ ত হিঁই পর্‌ হ্যায়, তোম্‌ হিঁয়া ক্যা করতা ? আইন জান্‌তা ?

কৃষ্ণ। দেখো ইজ্জৎসে বাৎ কহো, রাস্তামে আদ্‌মি চলনা মানা করনেকা তোমারা কুচ্‌ এক্তার হ্যায় ?

পাহা। দেখোগে, এক্তার হ্যায় কি নেই ?—চলো আবি হট্‌যাও সব্‌।

মাতা। কি বাবা চটারাম ?

কৃষ্ণ। দেখো, মাতোয়ালা হোকে গালি দেতাহায়।

পাহা। কাঁহা গালি দিয়া ? যাও—যাও সব্‌ (ক্রমে জনতার হ্রাস)

কৃষ্ণ। হামারা জেরা ইন্‌সে বাৎ হায়।

পাহা। (রুলঘুরাইয়া) ক্যা হটোগে নেই ? চলো আবি—বুড্‌ঢা হটো, চলো।

[কৃষ্ণ, শ্বশুর ও পাহারওয়ালার প্রস্থান।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ওমা ওকি ? বাবু না, কি হয়েছে !—পাহারাওয়ালার সঙ্গে অমন কচ্ছেন কেন ! ওমা কি হোলো, শীগ্‌গির যাই ! বৌঠাকরুণকে খপর দিইগে, পুলিষের সঙ্গে হ্যাঙ্গাম কেন বাবু !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(প্রমদার গৃহ)

প্রমদা আসীন।

প্রম। না বাপু! আর পারা যায় না—ঝিমাগী যেখানে যায়, বাঘের মাসী হয়—দুটো পয়সার পান আন্‌তে গেছে সেই পথ—একে রেগে গেছে, এসে পান খেতে না পেলে একেবারে জ্বলে যাবে—সখের মধ্যে ঐ টুকু——

(নেপথ্যে গীত।)

নিতুই নিতুই ঘুরি ফিরি তোমার কানাচে!
প্রাণ বোঝনা আঁচে।

প্রম। আ মরি মরি, কি মধুর গলা! সেই হতভাগা ছোঁড়া বুঝি! রোস, দেখ্‌ছি!

নেপ। তোমার সোণার পায়ে রূপোর পাঁজর, করে মধুর ঝমর২,
ঐ পাঁজরের ঘুমুর হ'লে প্রাণটা কতক বাঁচে।
তোমার ভাসা চোখের খাসা চাউনি, আশায় আশায় দেখি
ধনি, চিন্‌লেনা তো চাঁদবদনী,
শ্যাম তোমার ঢালা কি ছাঁচে॥

প্রম। ছোঁড়া ত ভারি পাজী, আমার উপর বাবুর চোক পড়েছে, জব্দ কচ্চি দাঁড়াও। (নেপথ্যাভিমুখে) বেশ গলা তো! আমাদের বাড়ী এসে গান শোনাবে?

নেপ। বাড়ী গিয়ে! এখুনি, যদি না কেউ মারে।

প্রম। মার্‌বে কেন, খিড়কি খোলা আছে, এস তুমি এস।

নেপ। তা যাচ্চি।

প্রম। এস, তোমার রসিকতা ঘোচাচ্চি—নচ্ছার ছোঁড়া! ভদ্রলোকের বউ ঝিকে মার মতন দেখ্‌বি, না কুনজর——

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। এয়েছি!

প্রম। বেশ করেছ বাছা।

তিন। (জিবকাটিয়া) ওকি কথা! ওকি কথা! ও কথা কেন!

প্রম। কেন কি কথা?

তিন। ঐ যে, "বাছা"।

প্রম। তা হোক্‌, ও আদর করে বলা যায়।

তিন। আজ কাল হয়েছে বুঝি? বিদ্যাসুন্দরে পড়িনি, তাই বল্‌ছিলাম।

প্রম। তুমি কি কর?

তিন। ইস্কুল যেতুম, সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছি, আর পড়া শুনো পোষায় না, এই সময় ইস্কুলে নষ্ট কর্‌বো, তবে আর ইয়ারকি দেব কবে?

প্রম। তা বইকি! আচ্ছা আমার জান্‌লার নিচে রোজ ঘোর কেন?

তিন। (স্বগত) মন, চাঙ্গা হও, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে খুলে বলে ফেল, তা হলেই কাজ সিদ্ধি।

প্রম। বিড়্‌বিড় কচ্চো কি?

তিন। প্রাণের ভিতর ঘুঁটের পাঁজা জ্বল্‌ছে, মুখ দে তার উঁকো উড়ছে, আর কি!

প্রম। বাঃ বাঃ বেশ! তুমিত বেশ রসিক, কথায় তোমার ত বেশ বাঁধন ছাঁদন আছে।

তিন। আমি যে নাটক পড়েছি।

প্রম। সত্যি নাকি? বেশ বেশ, তবে আমার সঙ্গে মিল্‌বে ভাল, আমি নাটক শুন্‌তে বড় ভাল বাসি।

তিন। তা আমি খুব শুনাব; এই নাও—"সুন্দরী, তোমার বদনপঙ্কজ দেখে আমার হৃদয় সরোজ মুদিত হ'য়ে গেছে, আঁখির ঠার গাত্রবস্ত্রের অস্ত্র ভেদ করে হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হয়েছে, মদনের অনীকিনী দারুণ প্রহারে এ দনুজকে সদাই দহন কচ্চে, আশাবারিদানে অধীনের ধন প্রাণ মান রাখ, নচেৎ—

প্রম। বেশ বেশ—তা দেখ, আশাবারিদানের একটা বড় ব্যাঘাত আছে—যদি তার কোন উপায় কর্‌তে পার তবেই হয়।

তিন। তা আমায় যা বল্‌বে তা পার্‌বো।

প্রম। দেখ এই বাড়ীর বাবুটী সন্ধ্যা না হতেই কোনে ঢোকেন, আর দিনেরবেলায়ও প্রায় কাছ ছাড়া হন্‌ না, তার উপায় কি বল দেখি?

তিন। তাইত!

প্রম। দেখ এক কাজ আছে।

তিন। কি?

প্রম। যদি চালাকি করে কর্‌তে পার।

তিন। চালাকি করে আমি সব কর্‌তে পারি।

প্রম। সাহস হবে ত?

তিন। সাহস কি?—মারামারি নাকি!—সেটা—সেটা—

প্রম। (সহাস্যে) না না, তা নয়, কি জান, বাবু বড়

ভূতের ভয় করেন, যদি এই বাড়ীর ভিতর কোন মতে ভয় দেখাতে পার, তবেই বাড়ী ছেড়ে পালাবে, তা হলেই আর কোন গোল থাক্‌বে না—পার্‌বে ?

তিন। তা আমি ঢিল ছুঁড়বো, হাড় ফেল্‌বো—আর—

প্রম। ঢিল ছোঁড়া, হাড় ফেলায় হবে না—ভূত সেজে ভয় দেখাতে হবে, তা ভূত সাজ্‌তে পার্‌বে ?

তিন। কালীজুলি মেখে ? সে যে বিশ্রী দেখাবে—তা হলে কি আর তুমি আমায় দেখ্‌তে পার্‌বে ?

প্রম। ধুয়ে ফেল্লেই ত আবার যেমন চেহারা তেম্নি হবে, সে তোমার কোন ভয় নাই।

তিন। তবে কবে ?

প্রম। আজ থেকেই সুরু কর।

তিন। আমার একটা বেশ মুখোস আছে, সেইটে পর্‌বো ?

প্রম। যাতে খুব বিট্‌কেল দেখায়, ভয় পায় এমন করো ; সিঁড়ির পাশে লুকুবে, দোরের পাশদে দৌড়ে যাবে, তোমায় আর কি শেখাব, তুমি ত আর গাড়ল নয় !

তিন। রাম ! রাম ! সেজন্য কিছু ভেব না, আমি এখনই চল্লুম—তা তোমায় আবার দেখ্‌তে পাব ?

প্রম। পাবে।

তিন। কবে ?

প্রম। আজি।

তিন। আজি !—কখন ?

প্রম। রাত্রে।

তিন। আজি !—রাত্রে ! কোথায় ?

প্রম। স্বপ্নে।

তিন। ঐ যাঃ!—সেকি?

প্রম। সে সব হবে, এখন যাও।

তিন। আচ্ছা তবে চল্লেম—কিন্তু আমায় শেষ ভুলো না?

প্রম। বাপ্‌রে!

তিন। তবে চল্লেম।

প্রম। স্বচ্ছন্দে।

[তিনকড়ির প্রস্থান।

প্রম। বোকা ছোঁড়া—এত সহজে ভুল্‌বে তা আমি ভাবিনি—যা হোক, ভূত সাজ্‌বে—বড় মজা হবে, খুব মজা হবে (তালিদিয়া) বেশ-বেশ হা—হা—হা!

(ঝিয়ের প্রবেশ।)

ঝি। বৌমা—বৌমা—

প্রম। (উদ্বেগের বিদ্রূপ) কি—কি—কি!

ঝি। সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌমা!

প্রম। পানের বরজে আগুণ লেগেছে বুঝি?

ঝি। না বৌমা, তামাসা নয়, বাবু—

প্রম। ধরা পড়েছে?

ঝি। হেঁগো হেঁ, এর মধ্যে তুমি কেমন করে শুন্‌লে? আমি যার আগে বল্‌বো বোলে তাড়া তাড়ি আস্‌ছি।

প্রম। আমি গুণ্‌তে জানি—তা কার সঙ্গে ধরা পড়েছে?

ঝি। অনেক ভিড়, ঠিক বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

প্রম। তবে কি ষোলশ গোপিনী নাকি? বৃন্দাবন করে তুলেছে বল।

ঝি। ওমা, তুমিও কি বল্‌ছ? সে সব না, সে সব না, এখন আর বাবুকে সে কথাটি বল্‌বার জো নাই; ওমা কি জানি, বাবু পাহারাওয়ালার সঙ্গে হ্যাঙ্গাম করেছেন, বুঝি থানায় নেগেল।

প্রম। সে কিরে—কেন?

ঝি। তা জানিনি বাপু, আমি পান নিয়ে আস্‌চি আর দেখি ভারি গোল, বাবুও যাবে না, আর পাহারাওয়ালা হাঁকাচ্চে।

প্রম। সেকি ঝি! একি হলো! কি হবে? আমি এখন কি করি! ঝি এক কাজ কর, বেশী গোল করে কাজ নাই, আমি একবার ও বাড়ী যাই, দিদিকে বলে বঠ্‌ঠাকুরকে থানায় পাঠিয়ে দিই, তুই শিগ্গির গিয়ে চুপি চুপি বাবাকে খবর দে, যা আর দেরি করিস্‌নে আমি চল্লুম।

ঝি। তা—তা—তুমি যাবে কেন, এক জন বেহারাকে পাঠিয়ে দাও না কেন?

প্রম। না ঝি, এসব কথা চাকর বাকরের কাছে গোল করে কাজ নাই তুই যা, আমি আর দেরি কর্‌বো না।

[উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান।

(ভুতবেশে তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। এই যে, কেউ কোথাও নেই, বেশ হয়েছে! যা সাজ হয়েছে ভাতার তো ভাতার, ভাতারের বাবা ভয় পাবে; আমার আপনা আপনিই ভয় পাচ্চে, যাই সিঁড়ির পাশে লুকিয়ে থাকি গে, খোনা খোনা কথা কইতে হবে-উঁঃ। [প্রস্থান।

(কৃষ্ণ বাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যেমন খিচি খিচি করে বেরিয়েছিলাম, তেম্নি যাজ্ঞের আপদ জুটেছিল আজ,—দু দুটো টাকা নষ্ট হলো, জ্বালাতন অপমানের একশেষ—কৈ সব গেল কোথায়? ঝি, ঝি, কারুর যে উত্তর পাইনে; ও বামনঠাক্‌রুণ!

নেপথ্যে। কি বলছেন গো।

কৃষ্ণ। এরাসব গেল কোথা?

নেপথ্যে। বৌমা যে এই ছিলেন, এইখানেই কোথা গেছেন।

কৃষ্ণ। "এইখানে কোথায় গেছেন" কোথায় গেছে, বাড়ী ছেড়ে?

নেপথ্যে। তা বল্‌তে পারিনি, এইখানে—

কৃষ্ণ। বটে! আজ এত করে বল্লুম, তা একদিনও সবুর সইল না—আধঘণ্টা মনে রইল না, আমিও বেরিয়েছি আর অম্নি বাড়ী থেকে বেরিয়েছে; আর না! আর মুখদেখে ভুল্‌লে চল্‌ছে না, আজ যা হয় একটা কর্‌বো, খুব কড়া হবো, হয় হবে ঢলাঢলি, আজ দিচ্চি দরজা বন্দ করে, কোনমতে বাড়ী ঢুক্‌তে দেবনা, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাক্‌, এখুনি দিচ্চি (দরজা বন্দ করে) কে খুলে দেয় দেখি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

বাটীর সম্মুখ।

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রম। (দ্বারে আঘাত) দরজা দিলে কে? কোন খপরটি এখনও পেলুম না—বাবা কি এয়েছেন—আঃ! এদরজা দিলে কে?—যত বিপদ কি এক সঙ্গে ঘটে গা! কেরে দরজা দিলি?—ওবি—ঝি—ও ঝি! কারুর যে সাড়া নেই—ওবেন্দা—বন্দা, জানকী—গোপাল, কেউ নেই, কি গেরো—

(উপরে কৃষ্ণ বাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। দরজায় ধাক্কা দিচ্চ কেন?—তুমি আর এখানে ঢুকতে পারবে না, যেখানে গেছ্‌লে সেইখানে যাও।

প্রম। ওমা ওকি? তুমি বাড়ী! আঃ বাঁচলুম! কোথায় হেঙ্গাম করতে গিয়েছিলে?

কৃষ্ণ। নেকাপানা রেখেদাও, চলেযাও।

প্রম। ওকি ও? কিকথা বল?

কৃষ্ণ। বলি ভাল।

প্রম। দোর খোল, দোর খোল, তোমার পায় পড়ি।

কৃষ্ণ। আর ভবি ভোলে না, সব বুজেছি।

প্রম। দোর খোলনা, যা বল্‌বার বাড়ীভেতর যাই, তবে বলো এখন।

কৃষ্ণ। কোন কথা বলবার দরকার নাই, চলে যাও।

নে-তিন। হুঁ উঁ উঁ ঘাঁড় ভাঙ্গবো।

কৃষ্ণ। কেও!

নে-তিন। ভুত।

কৃষ্ণ। বাড়ীর ভেতর কাকে পুরেছ?

প্রম। ওগো সব বোল্‌বো এখন, দোর খোল।

কৃষ্ণ। কখন না।

প্রম। খুল্‌বে না?

কৃষ্ণ। না।

প্রম। তবে আমি এইখানে খুনো খুনি হব।

কৃষ্ণ। হও।

প্রম। দেখ, গলায় আঁচলের পাক দে মর্‌বো।

কৃষ্ণ। ঢের দেখেছি!

প্রম। তবে এই দেখ।

কৃষ্ণ। মরা, মুখের কথা!

প্রম। দেখ (গলায় আঁচল বন্ধন)

কৃষ্ণ। ওসব চালাকি ঢের দেখা আছে, চলে যাও—তাইত সত্যি সত্যি মুখ যে লাল হয়ে উঠ্‌লো, ওকি! (প্রমদার-পতন) ওকি, সর্ব্বনাশ! সত্যি সত্যি! কি কল্লুম! (নীচে আসিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন, প্রমদার পার্শ্বে বসিয়া) ওঠো, ওঠো, আর আমি এমন কায কর্ব্বো না—হায় হায়! আমার এত আদরের প্রমদা আমায় ছেড়ে গেল! আমার দোষে, আমার বদ্‌রাগে, প্রমদা আমার পৃথিবী ছেড়ে গেল! হায় হায়! আমিও আর এ প্রাণ রাখ্‌বোনা, যেখানে প্রমদা গেছে—(প্রমদার সত্বর উঠিয়া ভিতরে প্রবেশ, দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপরে উত্থান)

প্রম। সোণার চাঁদ এইবার!

কৃষ্ণ। ওকি! আমায় ফাঁকি! উঃ! তোমার পেটে এত বুদ্ধি! দর্‌জা খোল, দর্‌জা খোল।

প্রম। যেখানে গেছ্‌লে সেখানে যাও, কখন দোর খুল্‌বোনা।

কৃষ্ণ। দোর খোল বল্‌ছি।

প্রম। মাত্‌লামো করো কেন?

কৃষ্ণ। খুল্‌বে না দোর?

(শ্বশুরের প্রবেশ)

শ্বশু। একি, কি হয়েছে! আবার কিছু হেঙ্গাম হয়েছিল নাকি? ঝি আমায় ডাক্‌তে গেছ্‌লো কেন? পুলিষের সঙ্গে আবার কি হয়েছে বাবা?

কৃষ্ণ। দেখুন, আপনার মেয়ের আক্কেল দেখুন একবার।

শ্বশু। কি, প্রমদা কি হয়েছে?

প্রম। দেখনা বাবা, মদ খেয়ে এসে আমায় বক্‌ছে।

কৃষ্ণ। আমি মদ খেয়েছি এই দেখ, গন্ধ সোঁক (শ্বশুরের মুখে হা দেওয়া)

(তর্কলঙ্কারের প্রবেশ)

তর্ক। আহা—হা! তোমাদের গোলোযোগে পৃথিবী হতে কি বাস উঠ্‌তে হবে নাকি? কি হে কৃষ্ণনাথ, কর্‌ছো কি মাথামুণ্ডু—মাম্‌লাটা কি?

কৃষ্ণ। আপনাকে কেউ মধ্যস্থ হতে ডাকেনি।

তর্ক। মধ্যস্থ! কার মধ্যস্থ আমি? আমি কারো মধ্যে থাকি! আমি সর্ব্ব লোকের উপরস্থ, পাষণ্ড!

কৃষ্ণ। কেন বক্‌ছেন?

তর্ক। আপনি বাক্যের স্রোত প্রবাহিত কচ্চো, আর আমায় বল "বকছেন কেন ;" আমার মত অল্প ভাষী, পৃথিবীতে আর কে আছে ?—লক্ষ্মী ! তুমি এই অর্ব্বাচীনকে বার করে দে দোর দেচ, উত্তম করেছ, এত বাক্যব্যয়ী স্বামী হ'তে কোন কায হয় না।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ওমা ! এইযে বাবু ! বাঁচলেম বাবা ! আমি মা কালীকে ডাবচিনি মেনেছি, দাঁড়াগোপান মেনেছি, ভালয় ভালয় ফিরে এলে বাঁচলুম।

কৃষ্ণ। কেন আমার কি হয়েছিল ?

ঝি। তা কি জানি বাবু, তোমার উপর চৌকিদারের সেই হেঙ্গাম দেখে, তাড়াতাড়ি এসে বৌমাকে খবর দিলেম, বৌমা কেঁদে কেটে ছুটে বড় বাবুদের বাড়ী খপর দিতে গেলেন, আমি এই ঠাকুরদাকে খপর দিতে গেছ্‌লুম, উনি দৌড়ে আস্‌ছেন আমি পেছু পেছু আস্‌চি ; তা তোমায় দেখে বাঁচলুম বাবু ! সব ভাল ত ?

কৃষ্ণ। বটে ! তুই বেটীই সব গোল বাঁধিয়েছিস্‌ ? প্রমদা ! আমি পুলিষে গিয়েছি শুনে তুমি আমার উদ্ধারের জন্য দাদার কাছে গেছ্‌লে ? সতী ! তোমায় আমি সন্দেহ করেছি ! দোর খোল, আমি তোমার কাছে মাপ্‌ চাই।

শ্বশু। জানি, প্রমদা আমার তেমন মেয়ে নয়।

তর্ক। প্র—ম—দা—এ শব্দের অর্থ কি ? এটা-স্ত উপসর্গ, মদধাতু।

কৃষ্ণ। এস প্রমদা !

প্রম। আর আমায় কিছু বল্‌বে না ?

কৃষ্ণ। আবার !

প্রম। বেড়াতে যাব ?

কৃষ্ণ। যেও।

প্রম। গান গাব ?

কৃষ্ণ। গেও।

প্রম। ঘোড়ায় চোড়বো ?

কৃষ্ণ। যাঃ পাগ্‌লি ! আয়।

তর্ক। কোন মতে না, এসনা, এসনা, তোমায় পাগল বলে ! পাগল কি ? পাগল ! ধর্ম্মপত্নীকে পাগল বলা !

(নিচে প্রমদার প্রবেশ)

প্রম। আমায় কি দেবে বল ?

(উপরে ভুতবেশে তিনকড়ি)

তিন। আঁমি মাঁচ খাঁব, ওঁরে আঁমায় মাঁচ দে।

কৃষ্ণ। ওকে ও ?

শ্বশু। ওকি ও !

তর্ক। কি ভীষণ ! রাম ! রাম ! রাম !

কৃষ্ণ। কেও !

শ্বশু। কি প্রমদা !

প্রম। (স্বামীর কাণে কাণে) আমার নাগর !

কৃষ্ণ। সেকি ?

প্রম। আমার সতীত্ব নষ্ট করতে চান—বড় রসিক্ ছোক্‌রা ; আমি বলেছিলাম, তুমি রাতদিন আমার কাছে থাক, তাই ভুত সেজে তোমায় ভয় দেখাচ্চে।